5

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষায় মুক্তি

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার বগুড়ার এক অনুষ্ঠানে বলেছেন যে দেশের নেতৃত্বদানের জন্য ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যৎ। সে জন্যে শিক্ষাকেই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য এবং শিক্ষার প্রতি তাদের অনুরাগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সমাজের দায়িত্বও তিনি প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন।

সকল যুগে বিশ্বের সকল দেশেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশ পরিচালনা করে। তারাই হয় দেশের কর্ণধার। তারাই দেয় দেশের নেতৃত্ব। আজ যারা ছাত্রছাত্রী–এখন যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। সুতরাং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে। সে কারণে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নই হবে প্রধান কর্তব্য। প্রস্তুত হতে হবে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানের জন্যে। এ জন্যেই প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা লাভের প্রতি মনোযোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্তমান সরকার বিশেষভাবে সচেতন। সরকার নারী শিক্ষা বিস্তার ও সর্বজনীন শিক্ষার জন্য তাই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের আমলে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সরকার শিক্ষার জন্য যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পারিপার্শ্বিক কারণে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো দুরূহ হয়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীরা যতই আগ্রহী হোক তাদের পঠনপাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে। দেশ জুড়ে দফায় দফায় হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘটও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সবচেয়ে বেশী অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেশনজটের ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের উপযুক্ত করার জন্য তাই তাদের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এমন একটা পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে সন্ত্রাস, ধর্মঘট, অবরোধ, হরতাল ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে কোনভাবেই বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের একার নয়, গোটা দেশবাসীর।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বগুড়া জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৬০ জন ছাত্রছাত্রীকে শহীদ জিয়াউর রহমান স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতির উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার প্রতি শহীদ প্রেসিডেন্টের এই অনুরাগের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেই শহীদ জিয়া স্মৃতি বৃত্তি চালু করা হয়েছে। এটা একটা মহৎ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে। এই উদ্যোগ অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।